# বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই

## পরিচিতিঃ

সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (সিডা) এর অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ও সহযোগিতায় ১৯৭৬-১৯৮১ মেয়াদে বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাইয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিডার সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ১৯৮১ সালে শেষ হলে ইউএনডিপির অর্থায়নে ১৯৮২-১৯৮৬ সময়ে অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারিত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৮৭ সাল হতে অত্র কেন্দ্রের সব কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে ৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে।

## লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

বনায়ন, বন সম্প্রসারণ ও বন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যথোচিত এবং উন্নত কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং এ বিষয়ে বন বিভাগ, বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি), বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি), উপজাতীয় জনগোষ্ঠী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, কাঠ ব্যবসায়ী ও তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে দেশে উন্নত মানের বনায়ন ও পরিচর্যা, কাষ্ঠ আহরণ, অপচয় রোধ ও ব্যবহারিক সাশ্রয়, পাহাড়ী ঢালু ভূমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে টেকসই প্রযুক্তি প্রবর্তন করার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়।

একাডেমিক ভবন

## কার্যক্রমঃ

এ কেন্দ্রে নিম্নে বর্ণিত ৫টি শাখায় প্রশিক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

ক) বন সম্প্রসারণ শাখাঃ এ শাখায় এগ্রো-ফরেস্ট্রি, কমিউনিটি ফরেস্ট্রি ও ঢালু পাহাড়ী ভূমিতে টেকসই চাষাবাদ ও বনায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী কর্মী এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই জুমচাষ বিষয়ে উপজাতীয় জুম চাষীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

খ) বেসিক লগিং শাখাঃ এ শাখায় গাছ ভূপাতিত ও খন্ডকালীন অপচয় রোধ, বনাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ কাষ্ঠ আহরণ, বনজদ্রব্য পরিবহনের জন্য সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি কলাকৌশল এবং যন্ত্রপাতি রক্ষাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

গ) বাগান শাখাঃ এ শাখায় বাগান সৃজনের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত বীজতলা স্থাপন, বাগান সৃজনের কলা-কৌশল ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঘ) প্রশিক্ষণ শাখাঃ এ শাখা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমন্বয় সাধন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সঠিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

ঙ) 'স' ডক্টরিং ট্রেনিং এন্ড সার্ভিস সেন্টারঃ UNDP এর অর্থায়নে ১৯৮২-১৯৮৬ সময়ে অত্র প্রতিষ্ঠানের বর্ধিত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য 'স' ডক্টরিং ও 'স' মিলিং শাখাটি স্থাপন করা হয়। এ শাখায় চট্টগ্রামস্থ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের আংগিনায় 'স' ডক্টরিং ট্রেনিং এন্ড সার্ভিস সেন্টার নামে একটি উপকেন্দ্র স্থাপন ও কাপ্তাইতে ২ (দুই) টি ভ্রাম্যমান 'স' ডক্টরিং ইউনিট সংযোজন করা হয়।
'স' ডক্টরিং ট্রেনিং এন্ড সার্ভিস স্টোর, চট্টগ্রাম এর ওয়ার্কশপ এ (১) শেয়ারিং মেশিন, (২) ল্যাব গ্রাইন্ডিং মেশিন, (৩) ব্রেজিং ক্লাম্প (৪) টেনশনিং ব্রেঞ্চ উইথ রোলার স্ট্রেচার, (৫) সার্পেনিং মেশিন, (৬) সেটিং এন্ড সার্পেনিং মেশিন, (৭) প্ল্যানার নাইফ সার্পেনিং মেশিন, (৮) ন্যারো ব্যান্ড 'স' ব্রেজিং (৯) কার্বাইড দাঁত সার্পেনিং মেশিন, (১০) সুজিং ও সেপিং মেশিন, (১১) আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন প্রভৃতি মেশিনসমূহ ব্যবহৃত হয়।
'স' ডক্টরিং এন্ড সার্ভিসং সেন্টার হতে বিভিন্ন ফার্নিচার ফ্যাক্টরি ও 'স' মিলগুলোকে যেসব সেবা প্রদান করার সক্ষমতা রয়েছে তা হলোঃ

| ক্রমিক নং | সেবার নাম | আদায়কৃত রাজস্ব |
|---|---|---|
| ১। | প্লেনার নাইফ বার | প্রতিটি ১০.০০ টাকা |
| ২। | সারকুলার 'স' ব্লেড সার্পেনিং | প্রতিটি ৩০.০০ টাকা |
| ৩। | ব্যান্ড 'স' ব্লেড সার্পেনিং | প্রতিটি ১০০.০০ টাকা |
| ৪। | ব্যান্ড 'স' ব্লেড জোড়া দেওয়া | প্রতিটি ৫০.০০ টাকা |
| ৫। | কার্বাইড সারকুলার 'স' ব্লেড সার্পেনিং | প্রতিটি ৮০.০০ টাকা |
| ৬। | রোটার কাটার (ছোট) সার্পেনিং | প্রতিটি ৬০.০০ টাকা |
| ৭। | রোটার কাটার (বড় ) সার্পেনিং | প্রতিটি ৭০.০০ টাকা |
| ৮। | মোল্ডার কাটার (ছোট) সার্পেনিং | প্রতিটি ১৮০.০০ |

| | | |
|---|---|---|
| | | টাকা |
| ৯। | মোল্ডার কাটার (বড়) সার্পেনিং | প্রতিটি ২০০.০০ টাকা |

ভ্রাম্যমান ‘স’ ডক্টরিং ইউনিটঃ ওয়ার্কশপ সম্বলিত ২টি ভ্রাম্যমান ‘স’ ডক্টরিং ইউনট দ্বারা নিম্নলিখিত মেশিনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | শেয়ারিং মেশিন | ২। | লেপ গ্রাইন্ডার মেশিন |
| ৩। | ব্রেজিং ক্লাম্প | ৪। | রোলার স্ট্রেচার মেশিন |
| ৫। | সার্পেনিং মেশিন | ৬। | সেটিং মেশিন |

উল্লেখিত মেশিনপত্র ছাড়াও আরো অনেক সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি আছে যা সার্ভিসিং কাজে ব্যবহৃত হয়।

অত্র কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে উন্নয়ন প্রকল্প চলাকালীন বিদেশী প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেশী প্রশিক্ষক ও কর্মীবাহিনী এবং উন্নয়ন প্রকল্পের পরিসমাপ্তিতে অত্র কেন্দ্রের নিজস্ব জনবল দ্বারা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন কোর্সে নিম্নে বর্ণিত সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছেঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | বন সম্প্রসারণ কোর্স | ২৬২৮ জন |
| ২। | বেসিক লগিং কোর্স | ৩৫২৫ জন |
| ৩। | ‘স’ ডক্টরিং এন্ড ‘স’ মিলিং কোর্স | ৩৪১৭ জন |
| ৪। | মেকানিক্যাল ও অন্যান্য কোর্স | ৪৯৬ জন |
| ৫। | সাপ্লিমেন্টারি কোর্স | ১০১৪ জন |
| 6। | বন ব্যবস্থাপনা | ১০০২ জন |
| 7। | আধুনিক নার্সারী ও বাগান সৃজন পদ্ধতি | ৫৬ জন |
| ৪। | হাতি ও মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসন | ২৫ জন |

| | | |
|---|---|---|
| 9। | জিপিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ৫০ জন |
| 10। | বেসিক ফরেস্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ১৫০ জন |

এছাড়া অত্র কেন্দ্রের আওতাধীন চট্টগ্রামস্থ 'স' ডক্টরিং ও সার্ভিস সেন্টার ১৯৮৮-৮৯ হতে জুন'20০৯ পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজের ১৩,৬৯২টি করাত জোড়া দেয়া ও ধার দেয়া এবং দাঁত লাগানোর সেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পাদন করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তির পর গত জুলাই, 20০৯ ইং হতে উক্ত কেন্দ্রের প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে সরকারের নির্ধারিত হারে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে।

## সম্ভাবনাঃ

কাপ্তাই এর একটি মনোরম পরিবেশে বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত। মানব সম্পদ উন্নয়নে এ কেন্দ্রকে কাজে লাগানো যায়। ন্যূনতম অর্থ বরাদ্দ এবং উদ্যোগের অভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। উক্ত কেন্দ্র হতে মোট ৯ (নয়) টি সেবা (Service) কার্যক্রম প্রদানের সুযোগ থাকলেও কাঁচামালের অভাবে বর্তমানে ৪টি খাতের সেবা প্রদান বন্ধ রয়েছে। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া গেলে ৯ টি সেবাই (Service) প্রদান করা সম্ভব হবে। কিছু রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা গেলে ও কাঁচামালের সরবারাহ পাওয়া গেলে অত্র কেন্দ্রের বিদ্যমান জনবল দ্বারা বেসিক লগিং এবং 'স' ডক্টরিং ও 'স' মিলিং প্রশিক্ষণ পুনরায় চালু করা যেতে পারে। এছাড়া রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম সার্কেলের অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত বন কর্মকর্তাদের দ্বারা উক্ত কেন্দ্রে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব:

- ফরেস্টার পদে সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত ডিপ্লোমা ফরেস্টারদের চাকরী বিধিমালা, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, জিপিএস অপারেশন, বন মামলা লিখন ও পরিচালনা, বন হিসাব ও পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

- বন প্রহরীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাকরী বিধিমালা, বন আইন, বন মামলা লিখন, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
- বাগান মালীদের নার্সারী উত্তোলন ও বাগান সৃজন বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ।
- সাম্প্রতিক সময়ে বন প্রহরী পদে সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত বন প্রহরীদের বেসিক ফরেস্ট্রি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।